ব্লু ইকোনমি সেল

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবিলাসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমুদ্রসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। ভূ-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা ব্লু ইকোনমি আমাদের সামনে খুলে দিতে পারে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত। যে দেশ তার সমুদ্র সম্পদকে যত বেশী ব্যবহার করতে পেরেছে সে দেশ তত বেশী উন্নত হয়েছে। International Tribunal of the Law on the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারত এর সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ মাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২০ আগস্ট ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে Blue Economy সংক্রান্ত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কার্যক্রম প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় কে সমন্বয়কারী এবং সচিব প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় কে যুগ্ম-সমন্বয়করী করে "সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয় (২৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ গেজেট প্রকাশিত হয়)। ২০১৪ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সর্ব প্রথম ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত একটা আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালায় বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি নিয়ে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। মুখ্য সচিব প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা হতে থাকে। পরবর্তীতে ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক কর্মশালায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তৎকালীন প্রধান রিয়াল এডমিরাল এম, শাহীন ইকবাল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সেল গঠনের প্রস্তাব করেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমির এই অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ০৯ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সার-সংক্ষেপ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এ ক্ষেত্রে সরকারের লিড মিনিস্ট্রি হিসাবে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অস্থায়ীভাবে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। এ সেলে বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-সচিব, নৌ বাহিনী থেকে একজন ক্যাপ্টেন, দুই জন উপ-সচিব, জিএসবি'র একজন উপ-পরিচালক, একজন সুপার ও একজন অফিস সহায়ক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোং লিঃ হতে একজন ডিজিএম এবং পেট্রোবাংলা হতে একজন সহকারী পরিচালক ও একজন অফিস সহায়ক সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত আছেন। এ সেলের জনবল ০৭ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১০ জন।

অস্থায়ী সেলের গঠনের সময় নিম্নরূপ কার্যপরিধি নির্ধারন করা হয়ঃ

(১) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা

(২) প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে নিয়ে সভা করা

(৩) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা

(৪) স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা, এবং

(৫) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এ সেল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি দু' মাস অন্তর ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রধান মন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর তাদের ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে দাখিল করেছে। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিয়মিত সভায় এই রোড ম্যাপের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে মনিটর করা হয়।

ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের পর এ যাবৎ যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

(১) ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ ব্লু-ইকোনমি সেলের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব নসরুল হামিদ, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(২) ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নৌপরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর অগ্রগতি সম্পর্কিত সভা রিয়ার এডমিরাল(অবঃ) খোরশেদ আলম চৌধুরী, সচিব মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট এর সভাপতিত্বে ব্লু ইকোনমি সেল এ অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত

(৪) ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ নৌ প্রধানের সচিবালয়স্থ সভাকক্ষে Blue Economy Cell এবং জিএসবি এর সকল কর্মকর্তা ও নৌসদরের পিএসওদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ উপস্থিত ছিলেন।

(৫) ০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ Blue Economy Cell এর প্রতিনিধিবৃন্দের চট্টগ্রামস্থ নৌ স্থাপনা, চট্টগ্রামস্থ নৌবাহিনীর জাহাজ, হাইড্রোগ্রাফি সংস্থা ও মেরিন ফিশারীজ একাডেমী পরিদর্শন

(৬) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Road Map) প্রণয়নের লক্ষ্যে সভা

(৭) ব্লু ইকোনমি সেল এবং ফরাসি দূতাবাস, ঢাকা এর সাথে যৌথভাবে ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ আগা খান কনভেনশন সেন্টার এ 'Harnessing the Potential of Blue Economy in Bangladesh' শীর্ষক একটা সেমিনার আয়োজন করে।

(৮) ৩০/০৩/২০১৭ তারিখ ফ্রান্সের afd (AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT) এর Country Representative Mr. Jean-Benoit Du Chalard এবং IFREMER, CLS এবং Suez কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি কে সহযোগিতার বিষয়ে ব্লু ইকোনমি সেলের সভাকক্ষে সভা করা হয়।

(৯) ২২/০৭/২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ 'Legal Regime at Sea and Governance of Maritime Resources for Sustainable Blue Economy' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান Mr. RK Dhawan এবং National Ocean Technology Center, China এর পরিচালক Mr. TENG Xin মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(১০) ২৬/০৭/২০১৭ তারিখ ঢাকাস্থ ফরাসী দূতাবাস এবং ফ্রান্স-বাংলাদেশ চেম্বার এন্ড কমার্স এর সাথে যৌথভাবে হোটেল La Meridian এ 'Workshop on Sustainable Fisheries' শীর্ষক একটা কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(১১) ২২/০৯/২০১৭ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার Western Sydney বিশ্ববিদ্যালয়ের International Center for Ocean Governance (ICOG) এর একটা প্রতিনিধি দলের সাথে ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(১২) ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Maritime Affairs Unit এর সাথে যৌথভাবে Hotel PANPACIFIC Sonargaon এ দুই দিনব্যাপী 'International Workshop on Blue Economy' আয়োজন করা হয়।

(১৩) এ ছাড়াও ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত Ms. Sophie Aubert এবং নরওয়ের রাষ্ট্রদূত Ms. Sidsel Bleken বিভিন্ন সময়ে ব্লু ইকোনমি সেল পরিদর্শন করেন এবং ব্লু ইকোনমি কে সহযোগিতার বিষয়ে সেলের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করেন।

(১৪) ০৬ মে ২০১৮ তারিখ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে ব্লু ইকোনমি সেল ও মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিট সভা করে সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধনকালে ০৫% অগ্রিম আয়কর প্রদানের বিধান রহিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

(১৫) ০৭ জুন ২০১৮ খ্রিঃ ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত

(১৬) ০৫ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্লু ইকোনমি সেলে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি'তে সহযোগিতার বিষয়ে ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সভা করলেও ব্লু ইকোনমি সেল অস্থায়ী হওয়ায় এবং এ সেলের কোন আইনগত কর্তৃত্ব না থাকায় ব্লু ইকোনমি সেলের মাধ্যমে কোন সেক্টরে সহযোগিতা না করে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প সহযোগিতা করছে। ব্লু ইকোনমি সেল এর কোন আইনগত কর্তৃত্ব না থাকায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে সমন্বয়েরও অসুবিধা হচ্ছে এবং ব্লু ইকোনমি সেল থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রায়শই উপেক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া ব্লু ইকোনমি সেলের অনুকূলে কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। যদিও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা পরিহার করার জন্য ব্লু ইকোনমি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা থাকা প্রয়োজন। যথাযথ আইনের আওতায় ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হলে এ বিষয়ে প্রযোজনীয় সমন্বয় করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ১০ম জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ আলোকে ব্লু ইকোনমি সেল হতে "ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ আইন" নামে একটা আইনের খসড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। "ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ আইন" প্রণয়নের কাজ চলমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্লু ইকোনমি সেল

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

পেট্রো সেন্টার (৯ম তলা), কারওয়ান বাজার

ঢাকা

স্মারক নম্বর: ২৮.১০.০০০০.০০০.০১.০১২.১৭ তারিখ ঃ ২৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ 'ব্লু ইকোনমি সেল' এর কার্যক্রম অবহিতকরণ প্রসঙ্গে

উল্লিখিত বিষয়ে জানান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমি'র অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য গত ০৯ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সার-সংক্ষেপ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়। ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সরকারের লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি: তারিখ অস্থায়ীভাবে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। এ সেলে বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-সচিব, নৌ বাহিনী থেকে একজন ক্যাপ্টেন, দুই জন উপ-সচিব, জিএসবি'র একজন উপ-পরিচালক, একজন সুপার ও একজন অফিস সহায়ক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোং লিঃ হতে একজন ডিজিএম এবং পেট্রোবাংলা হতে একজন সহকারী পরিচালক ও একজন অফিস সহায়ক সংযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত আছেন। এ সেলের জনবল ০৮ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১১ জন।

অস্থায়ী সেলের গঠনের সময় নিম্নরূপ কার্যপরিধি নির্ধারন করা হয় ঃ

(১) ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করা

(২) প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে নিয়ে সভা করা

(৩) প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা

(৪) স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা, এবং

(৫) একটি পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সেল গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এ সেল সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি দু' মাস অন্তর ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রধান মন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর তাদের ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে দাখিল করেছে। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিয়মিত সভায় এই রোড ম্যাপের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে মনিটর করা হয়।

ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের পর এ যাবৎ যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

(১) ব্লু ইকোনমি সেল এবং ফরাসি দূতাবাস, ঢাকা এর সাথে যৌথভাবে ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ আগা খান কনভেনশন সেন্টার এ 'Harnessing the Potential of Blue Economy in Bangladesh' শীর্ষক একটা সেমিনার আয়োজন করে।

(২) ৩০/০৩/২০১৭ তারিখ ফ্রান্সের afd (AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT) এর Country Representative Mr. Jean-Benoit Du Chalard এবং IFREMER, CLS এবং Suez কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি কে সহযোগিতার বিষয়ে ব্লু ইকোনমি সেলের সভাকক্ষে সভা করা হয়।

(৩) ২২/০৭/২০১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ 'Legal Regime at Sea and Governance of Maritime Resources for Sustainable Blue Economy' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান Mr. RK Dhawan এবং National Ocean Technology Center, China এর পরিচালক Mr. TENG Xin মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(৪) ২৬/০৭/২০১৭ তারিখ ঢাকাস্থ ফরাসী দূতাবাস এবং ফ্রান্স-বাংলাদেশ চেম্বার এন্ড কমার্স এর সাথে যৌথভাবে হোটেল La Meridian এ 'Workshop on Sustainable Fisheries' শীর্ষক একটা কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৫) ২২/০৯/২০১৭ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার Western Sydney বিশ্ববিদ্যালয়ের International Center for Ocean Governance (ICOG) এর একটা প্রতিনিধি দলের সাথে ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(৬) ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Maritime Affairs Unit এর সাথে যৌথভাবে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এ দুই দিনব্যাপী 'International Workshop on Blue Economy' আয়োজন করা হয়।

(৭) এ ছাড়াও ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত Ms. Sophie Aubert এবং নরওয়ের রাষ্ট্রদূত Ms. Sidsel Bleken বিভিন্ন সময়ে ব্লু ইকোনমি সেল পরিদর্শন করেন এবং ব্লু ইকোনমি কে সহযোগিতার বিষয়ে সেলের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করেন।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি'তে সহযোগিতার বিষয়ে ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সভা করলেও ব্লু ইকোনমি সেল অস্থায়ী হওয়ায় এবং এ সেলের কোন আইনগত কর্তৃত্ব না থাকায় ব্লু ইকোনমি সেলের মাধ্যমে কোন সেক্টরে সহযোগিতা না করে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যে ফ্রান্সের afd এর আর্থিক সহযোগিতায় CLS মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ২৬০ লক্ষ ডলারের প্রকল্প সহায়তা করছে মর্মে জানা যায়। ব্লু ইকোনমি সেল এর কোন আইনগত কর্তৃত্ব না থাকায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে সমন্বয়েরও অসুবিধা হচ্ছে এবং ব্লু ইকোনমি সেল থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রায়শই উপেক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া ব্লু ইকোনমি সেলের অনুকূলে কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। যদিও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ব্লু ইকোনমি সেলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা পরিহার করার জন্য ব্লু ইকোনমি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা থাকা প্রয়োজন। যথাযথ আইনের আওতায় ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হলে এ বিষয়ে প্রযোজনীয় সমন্বয় করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ১০ম জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ আলোকে ব্লু ইকোনমি সেল হতে "ব্লু ইকোনমি কর্তৃপক্ষ আইন" নামে একটা আইন প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

(গোলাম শফিউদ্দিস,এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব

সচিব
প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫